তৃণমূলের আপত্তিতে ঝুলে রইলেন সুব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাম নয়, তৃণমূলের আপত্তিতে কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মনোনয়নপত্র ঝুলে রইল।

এ দিন রাজ্যসভার ছয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করেন বিধানসভার সচিব। চার বাম প্রার্থী ও তৃণমূলের মুকুল রায়ের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে তিনি ঘোষণা করলেও নানা আইনগত দিক দেখিয়ে তৃণমূল আপত্তি তোলে। সব শুনে বিধানসভার সচিব জানান, সুব্রতবাবুর মনোনয়ন বৈধ কি না তা তিনি সোমবার জানাবেন। বিধানসভার সচিব যাদব চক্রবর্তীই রাজ্যসভার ভোটের রিটার্নিং অফিসার। ফলে সুব্রতবাবুকে কেন্দ্র করে রাজ্যসভার ভোটে নাটক নতুন দিকে মোড় নিল।

শুক্রবার কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার আগে সুব্রতবাবু তৃণমূলের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই ইস্তফাপত্রটি সুব্রতবাবু লেখেন বিধানসভার সচিবের কাছে। যদিও নিয়ম অনুযায়ী লোকসভা বা বিধানসভায় কাউকে ইস্তফা দিতে হলে তা স্পিকারের সামনে বসে লিখতে হয়। এর পরে বামেদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, সুব্রতবাবু প্রার্থী হলেও বিধায়কপদ খারিজ হয়ে যাওয়ায় তিনি নিজের ভোট দিতে পারবেন না।

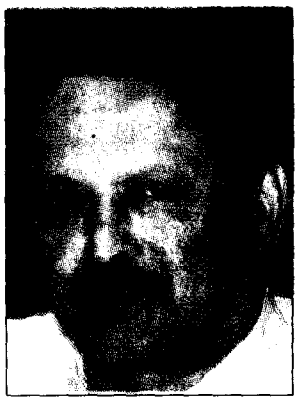

বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার কৃপাসিন্ধু সাহাও তাই জানিয়ে ছিলেন। যদিও সুব্রতবাবু তা মানতে নারাজ। সুব্রতবাবুর সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর লড়াইয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় এই মুহূর্তে প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শনিবার মনোনয়নপত্র পরীক্ষার সময়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় সচিবকে বলেন, "আমরা সুব্রতবাবুর বিধায়ক পদ খারিজের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে আবেদন জানাচ্ছি। এই ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে সুব্রতবাবু হাইকোর্টে একটি মামলা করেন। শুক্রবার বিকেল ৩টে নাগাদ সেই মামলার শুনানি ছিল। সেখানে তাঁর আইনজীবী বলেন, "সুব্রতবাবু তৃণমূলেই আছেন। সুতরাং কেন তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হবে?" মুকুলবাবুর বক্তব্য, "যিনি দুপুর ২টোর আগে বিধানসভায় লিখিত ভাবে চিঠি দিয়ে জানান, তিনি আর তৃণমূলের বিধায়ক নেই, কী করে তাঁর আইনজীবী ৩টের পরে হাইকোর্টে জানান, তিনি তৃণমূলের আছেন? তা হলে সুব্রতবাবু কোন দলের সদস্য?"

তৃণমূলের দাবি, মিথ্যা পরিচয়ের অভিযোগে সুব্রতবাবুর মনোনয়নপত্র বাতিল করতে হবে। কলকাতা পুর নির্বাচনের সময় থেকেই যে ভাবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুব্রতবাবুর বিবাদ চলছে, তাতে তাঁকে সামান্যতম সুযোগও তৃণমূল নেতৃত্ব ছাড়তে নারাজ। বিশেষ করে যেখানে তিন-চারটে ভোট 'ম্যানেজ' করতে পারলে সুব্রতবাবুর রাজ্যসভায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি

এর পর ছয়ের পাতায়

তৃণমূলের আপত্তিতে ঝুলে রইলেন সুব্রত

প্রথম পাতার পর

(সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চৌরঙ্গিতে মমতা যাঁকে প্রার্থী করেছেন) বলেন, "আমরা শেষ দেখে ছাড়ব। প্রয়োজনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টন্ডনের কাছে পর্যন্ত যাব।"

হাইকোর্টে তাঁর আইনজীবী যে তৃণমূলের পক্ষে থাকার ব্যাপারে সওয়াল করেছেন, তা স্বীকার করে সুব্রতবাবু বলেন,"এটা পুরনো মামলার শুনানি ছিল। আর হাইকোর্টের মামলার সঙ্গে বিধানসভায় সচিবকে লেখা চিঠির কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তৃণমূলের সদস্য কি না, আমার সদস্য পদ খারিজ হবে কি না তা ঠিক করবেন স্পিকার। তিনি যা বলার সোমবার বলবেন।" সুব্রতবাবুর অভিযোগ, তিনি লড়াইতে আছেন বুঝতে পেরে ষড়যন্ত্র চলছে।

সব মিলিয়ে বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে যাদববাবু বলেন, সুব্রতবাবুর মনোনয়নপত্রের বৈধতার ব্যাপারে তিনি সোমবার সিদ্ধান্ত জানাবেন। আসলে তার আগে তিনি নির্বাচন কমিশনার ও আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিতে চান। কথা বলতে চান স্পিকারের সঙ্গেও। এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি জানান, তাঁর কাছে কোনও চিঠিও আসেনি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, হাইকোর্টে কী হচ্ছে, তা না দেখে সুব্রতবাবুর জমা দেওয়া কাগজপত্রের বৈধতা আছে কি না তার উপরেই রিটার্নিং অফিসারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ইতিমধ্যে, টিকিট না পাওয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ভোট ভেঙে সুব্রতবাবু জিতবেন কি না তা নিয়ে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সিপিএমের ভোট না ভাঙলেও ভাঙতে পারে অন্য বামেদের ভোট। সুব্রতবাবুর দাবি, সেটাই হবে। কারণ, তৃণমূলের হাতে অতিরিক্ত চারটি ভোট থাকলেও সুব্রতবাবুকে যাতে কেউ ভোট না দেন তার জন্য মমতা হুইপ জারি করবেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের বক্তব্য, "বাম ভোট ভাঙবে কি না তা ভোটের পরেই বোঝা যাবে।" তবে, ভোট ভাঙার আশঙ্কায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব তাদের বিধায়কদের উপর কড়া নজর রাখছে। সেই সঙ্গে পরবর্তী কালে তাঁদের অন্যান্য দায়িত্ব দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতা অশোক ঘোষ বলেন, "যাঁরা টিকিট পাননি, তাঁরাও আমাদের প্রার্থী বরুণ মুখোপাধ্যায়কেই ভোট দেবেন। সুব্রতবাবু জিততে পারবেন না।"

19 MAR 2006

ANANDABAZAR PATRIKA

EC proposes, PREZ agrees, JAYA goes

DISQUALIFIED

How she lost her chair

1. **The President** has accepted the EC's recommendation to disqualify Jaya
2. **The ground:** that she was holding an office of profit as UPFDC chairperson
3. **Disqualification** recommended under sub-clause (a) of Clause 1 of Article 102 of Constitution
4. **The President** has referred to the EC a similar complaint against SP leader Amar Singh
5. **The BJP** says Congress chief Sonia Gandhi attracts disqualification for similar reason

RAJNISH Sharma
New Delhi, March 17

ACTRESS-MP Jaya Bachchan of the Samajwadi Party (SP) lost her Rajya Sabha membership on Friday after President APJ Abdul Kalam disqualified her — as recommended by the Election Commission — for holding an office of profit.

The action follows a petition by Madan Mohan, a Congress worker from Uttar Pradesh, seeking Jaya's disqualification on the ground that she is chairperson of the Uttar Pradesh Film Development Council, an office of profit. Following her disqualification, SP general secretary Amar Singh, who faces a similar charge, offered to quit the Rajya Sabha.

Kalam had sought the poll panel's opinion on Jaya's case. Chief Election Commissioner B.B. Tandon in his report observed that Jaya was indeed holding an office of profit, with salary and perks. "Jaya Bachchan became disqualified under sub-clause (a) of Clause 1 of Article 102 of the Constitution from July 14, 2004, following her appointment as chairperson of the UP Film Development Council," the EC explained.

> I believe the President will take a decision on 44 similar complaints in a non-partisan manner
>
> **Amar Singh**, SP gen secy

According to provisions of Articles 102 and 103 of the Constitution that deal with disqualification of MPs, the President has to consult the EC before taking a decision. The EC's recommendation is binding on him.

Stung by Jaya's disqualification, the SP has demanded non-partisan action on 44 similar complaints. It also alleged a Congress conspiracy behind the disqualification, a charge rubbished by Motilal Vora.

Jaya's disqualification will be the first of its kind in that it will take retrospective effect. This unprecedented aspect has caused some confusion among Rajya Sabha officials. Asked whether Jaya would be asked to return the salary and allowances she received as MP and if her speeches would be expunged from the records, Rajya Sabha secretary general Yogendra Naraian said, "We will have to study the order in detail before taking any decision on it." Precedents in the state legislatures would be looked into, Narain said.

As for Rajya Sabha precedents, there is only one. The late R. Mohanrangam of the AIADMK was disqualified from the House in 1982 for holding an office of profit as special representative of the Tamil Nadu government in Delhi. But the order did not take retrospective effect.

Jaya has filed a petition in the Supreme Court against the EC's recommendation.

THE HINDUSTAN TIMES

Trinamool selects Mukul Roy

Our Bureau
KOLKATA

THE Trinamool Congress is likely to field its all-India general secretary Mukul Roy in the Rajya Sabha elections on March 28. Trinamool Congress sources said on Thursday Mr Roy was likely to file his papers on Friday in the state Assembly.

Four candidates of the ruling Left Front on Thursday submitted their nominations for the Rajya Sabha elections. They are Mainul Hassan, Tapan Sen and Saman Pathak of the CPI(M) and Barun Mukherjee of Forward Bloc.

Five seats in the Rajya Sabha from West Bengal will fall vacant in April. The terms of three CPI(M) MPs in the Rajya Sabha — Nilotpal Basu, Dipankar Mukherjee and Biplab Dasgupta — will be over in April. Biplab Dasgupta passed away a few months back. The CPI(M) did not renominate the leader and deputy leader in the Rajya Sabha, Mr Basu and Mr Mukherjee respectively.

The fourth seat will fall vacant following the completion of the term of Jayanta Bhattacharjee of the Congress. The last of the five seats that is to be filled up on March 28, belonged to Manoj Bhattacharjee of the RSP, whose term will also be over in April.

Meanwhile, rebel Trinamool MLA Nayana Banerjee on Thursday joined the Congress in presence of the WBPCC chief and Union defence minister Pranab Mukherjee at a function at the WBPCC office. Another rebel party councillor of the Kolkata Municipal Corporation (KMC) Mala Roy also joined the party.

Singhvi, Rajiv Shukla Cong nominees for RS

Our Political Bureau
NEW DELHI

THE list of candidates for the Rajya Sabha biennial polls that emerged on Thursday presented a mix of industrialists, businessmen, moneybags, spinmasters, turf-hoppers, political veterans and greenhorns.

While leading industrialist Rajeev Chandrashekhar, owner of the BPL group, threw his hat in the ring as a BJP-JD(S)-backed independent candidate from Karnataka, the JD(U), which wears its socialist credentials on its sleeve and which came to power in Bihar on a 'good-governance-and-clean-politics' plank, confounded political pundits by fielding Mahendra Prasad, aka King Mahendra, as one of its three nominees.

The Congress-turned-RJD-turned-JD(U) candidate, widely known to loosen his purse-strings during every election, made it by thwarting the candidature of former Jehanabad MP Arun Kumar and KC Tyagi, who had the backing of the party's working president Sharad Yadav. The Congress, which on Wednesday cleared the nominations of Rajya Sabha deputy chairman K Rahman Khan (Karnataka), Union ministers HR Bhardwaj (Haryana), Arjun Singh (Madhya Pradesh) and Sushil Kumar Shinde (Maharashtra), on Thursday came out with a list of five more names. While Union minister Dasari Narayan Rao expectedly made the cut from Andhra Pradesh, the party sprang a surprise by shifting Rajiv Shukla from Uttar Pradesh to Maharashtra.

The move was seen as a calculated rebuff to the Samajwadi Party, which had made it clear that it would go all out to ensure his defeat from UP.

Besides Mr Shukla, the other two spokespersons of the Congress party, Abhishek Manu Singhvi and Satyavrata Chaurvedi, too were picked up the party. While Mr Singhvi, a senior Supreme Court lawyer, has been fielded from Rajasthan, Mr Chaturvedi, who lost the 2004 general election from Khajuraho (Madhya Pradesh), was made the nominee from Uttaranchal.

Rashid Alvi, the former BSP MP, has been re-nominated from Andhra Pradesh, even though he hails from UP. Mr Alvi was rewarded with a two-year stint in the Rajya Sabha from Andhra Pradesh after shifting his allegiance, and his term comes to an end early next month.

17 MAR 2006

২৮শে ভোট রাজ্যসভার ৫৮ আসনে

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: রাজ্যসভার ৫৮টি আসনে নির্বাচন হবে ২৮ মার্চ। নির্বাচন কমিশন আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আসন ৫টি। রাজ্য থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নীলোৎপল বসু, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মনোজ ভট্টাচার্য ও জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পঞ্চম আসনটি শূন্য হয়েছে বিপ্লব দাশগুপ্তের মৃত্যুতে।

এ ছাড়া ভোট হবে উত্তরপ্রদেশের ১০টি, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রের ৬টি করে, মধ্যপ্রদেশের ৫টি, গুজরাত ও কর্নাটকের ৪টি করে, ওড়িশা ও রাজস্থানের ৩টি করে, ঝাড়খণ্ডের ২টি এবং ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চলের ১টি আসনে।

এই নির্বাচনের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হবে এ মাসের ১০ তারিখ। মনোনয়নপত্র পেশ করতে হবে ১৭ মার্চের মধ্যে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ মার্চ। ভোট গণনা হবে নির্বাচনের দিনই। আজ নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের ১৩টি ও বিহার বিধান পরিষদের ১০টি আসনেও ভোট করানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। – পি টি আই

President, Cabinet responsible for Bihar decision: Nariman

Press Trust of India

NEW DELHI, Jan. 25. — Noted constitutional expert Mr Fali S Nariman said that the President and the Union Council of Ministers had to bear the moral responsibility for the decision to impose President's rule in Bihar which has been held unconstitutional by the Supreme Court. He also felt that the court's majority judgement should have held either the Council of Ministers or the President responsible for the dissolution. "The Council of Ministers definitely had the moral responsibility to have vetted the report of the Governor and ought not to have been so precipitate in the decision and in the communication of that decision overnight to Moscow," he told *CNBC-TV18*. "Under Constitutional law, it is the majority decision that is binding, and according to the majority judgement, I believe, the Governor must go," he said.

The CPI-M today demanded enactment of a law for "defining" the role of Governors and reiterated its call for Bihar Governor Mr Buta Singh's resignation. Politburo member Mr Sitaram Yechury said it was immaterial whether the Governor was a political appointee or not. "The issue that needs to be addressed is to what extent he can exceed his brief. There should be a limit." He said in the wake of the Supreme Court verdict, the only option left with Mr Singh was to relinguish his office.

LJP president and Union minister Mr Ram Vilas Paswan today said there should be a law to ensure that once a political personality became a Governor, he or she stayed away from politicking.

THE STATESMAN

26 JAN 2006